০১-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলে স্বচ্ছ এবং শুদ্ধ হয়ে, জ্ঞানকে ধারণ করে, তারপর যুক্তিযুক্ত সেবা করতে হবে। অহংকারের বশীভূত হওয়া উচিৎ নয় কিন্তু বিশুদ্ধ গর্ববোধ থাকতে হবে।"

প্রশ্নঃ- কেবল কোন্ বিষয়ের জন্য বাবাকে এত উঁচু জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন হয়?

উত্তরঃ- গীতার রচয়িতা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা – এইটা প্রমাণ করার জন্য বাবা তোমাদেরকে এত উঁচু জ্ঞান দেন। সবথেকে বড় ভুল হল গীতাতে পতিত-পাবন বাবার জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে – এটাই প্রমাণ করতে হবে। এরজন্য বিভিন্ন যুক্তি রচনা করতে হবে। বাবার মহিমা এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আলাদা আলাদা করে বলতে হবে।

গীতঃ- মরনা তেরী গলি মেঁ... (তোমার পথেই আমার মরণ)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল। বলা হয় – তোমার দুয়ারে এসেছি জীবন্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার জন্য। কার দুয়ারে? এক্ষেত্রেও এটাই স্পষ্ট হয় যে, যদি কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলা হয় তাহলে এইসব কথার কোনো অর্থই হয় না। সে তো সত্যযুগের রাজকুমার ছিল। গীতা কৃষ্ণ শোনায়নি, পরমপিতা পরমাত্মা শুনিয়েছেন। সবকিছু এই বিষয়ের ওপরেই আধারিত। এই একটা কথা বুঝে গেলেই ভারতের অন্য সকল শাস্ত্র মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। এইগুলো সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী, এইগুলোতে বিভিন্ন ক্রিয়াদি, তীর্থযাত্রা, জপ-তপ ইত্যাদি সম্মন্ধে লেখা রয়েছে। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক পরিশ্রম করে এসেছ, কিন্তু সেসবের কোনো প্রয়োজন নেই। এটা তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কেবল এই একটা কথা প্রমাণ করার জন্য বাবাকে কত জ্ঞান দিতে হয়। প্রাচীন জ্ঞান, যেটা স্বয়ং ভগবান দিয়েছেন – সেটাই হল জ্ঞান। গীতাতে সমস্ত কথা আছে। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান শিখিয়েছিলেন যেটা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ মনে করে, কৃষ্ণ পুনরায় এসে গীতা শোনাবে। কিন্তু তোমাদেরকে এখন ভালো করে প্রমাণ করতে হবে - পরমপিতা পরমাত্মা, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনিই গীতা শুনিয়েছেন। কৃষ্ণের মহিমা এবং পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা পৃথক। কৃষ্ণ হল সত্যযুগের রাজকুমার যে সহজ রাজযোগের দ্বারা রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিল। এই পাঠ পড়ার সময়ে নাম-রূপ আলাদা ছিল এবং যখন রাজত্ব পেয়েছিল তখন আলাদা হয়েছিল। আগে পতিত ছিল, তারপর পবিত্র হয়েছে। এইসব বিষয় প্রমাণ করে বোঝাতে হবে। কৃষ্ণকে কখনো পতিত-পাবন বলা যাবে না। কেবল বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা-ই এখন কালো বা শ্যাম হয়ে গেছে। এখন পুনরায় পতিত-পাবনের কাছ থেকে রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতের পবিত্র দুনিয়ার রাজকুমার হচ্ছে। এইসব প্রমাণ করে বোঝানোর জন্য যুক্তি প্রয়োজন। ফরেনার্সদেরকে (বিদেশিদেরকে) এটা প্রমাণ করে বোঝাতে হবে। শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল নম্বর ওয়ান, সকল শাস্ত্রের শিরোমণি অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের জননী। কিন্তু এই মাতাকে জন্ম কে দিয়েছেন? বাবা-ই এই মাতাকে দত্তক নেন। কিন্তু এইরকম বলা যাবে না যে যীশুখ্রিস্ট বাইবেলকে দত্তক নিয়েছিল। যীশুখ্রিস্ট যেসব শিক্ষা দিয়েছিল সেইগুলোকে সংকলিত করে বাইবেল বানিয়ে অধ্যয়ন করা হয়। কিন্তু গীতার জ্ঞান কে দিয়েছিলেন যেটাকে বই বানিয়ে পাঠ করা হয়? এটা কেউই জানে না। অন্যান্য সকল শাস্ত্রের জ্ঞানদাতাকে জানে। এই সহজ রাজযোগের শিক্ষা কে দিয়েছিলেন সেটা প্রমাণ করতে হবে। দুনিয়া তো দিনে দিনে

আরও তমোপ্রধান হচ্ছে। কেবল স্বচ্ছ বুদ্ধিতেই এইসব চিন্তন আসবে। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে না, তার ধারণাও হবে না। শ্রীমৎ বলে, তুমি একদম বোঝাতে পার না। বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন। মুখ্য বিষয় হল গীতার ভগবান হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। মানুষ তো তাঁকে সর্বব্যাপী কিংবা ব্রহ্মতত্ব বলে দেয়। কিছু না বুঝে যা মুখে আসে তাই বলে দেয়। কৃষ্ণকে গীতার রচয়িতা বলে দেওয়ার জন্য গীতা থেকেই সমস্ত ভুলের উৎপত্তি হয়েছে। তাই বোঝানোর জন্য যুক্তি বার করতে হবে। গুপ্তাজীকেও বলা হত বেনারসে গিয়ে প্রমাণ করে বোঝাও যে শ্রীকৃষ্ণ গীতার ভগবান নয়। আজকাল দিল্লিতে সম্মেলন হয়। সকল ধর্মের মানুষদেরকে ডেকে শান্তি স্থাপনের উপায় খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু শান্তি স্থাপন করা তো এদের হাতে নেই। মানুষ বলে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। তাহলে এই পতিত মানুষরা কিকরে শান্তি স্থাপন করবে? ওরা তো নিজেরাই তাঁকে ডাকে। কিন্তু তাঁকে জানে না। কেবল বলে দেয় – রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। কিন্তু তিনি তো তা নন। ভুলভাল আহ্বান করে, কিছুই জানে না। তাহলে এটা ওদেরকে গিয়ে কে বলবে? খুব ভাল বাচ্চা চাই। এমন অনেকেই আছে যারা নিজেকে খুব জ্ঞানী ভাবে। কিন্তু আসলে তারা কিছুই নয়। যেমন একটা ইঁদুর এক টুকরো হলুদ পেয়ে নিজেকে অনেক বড় মুদি ভেবেছিল। বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। খুব ভাল যুক্তির প্রয়োজন যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে গীতার রচয়িতা হলেন ভগবান। ওরা বলে, সকলেই তো ভগবান। কিন্তু বাবা বলেন, কৃষ্ণের আত্মা অর্থাৎ যে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন অন্তিম জন্মে রয়েছে, তাকে দত্তক নিয়ে ব্রহ্মা বানিয়ে, তার দ্বারা আমি গীতার জ্ঞান দিই – এটাই হল ভগবানুবাচ। তারপর সেই ব্রহ্মা এই সহজ রাজযোগের দ্বারা সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার হয়ে যায়। অন্য কারোর বুদ্ধিতে এইরকম বোধশক্তি নেই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে এখনো এই বিশুদ্ধ গর্ববোধ যথার্থভাবে আসেনি। এত প্রদর্শনী করা হয় কিন্তু এটা এখনো প্রমাণ করা হয়নি। আগে এই ভুলটাকে সংশোধন করে বোঝাতে হবে যে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল সকল শাস্ত্রের মাতা-পিতা। এটা কে রচনা করেছিলেন? যেমন যীশুখ্রিস্ট বাইবেলের জন্ম দিয়েছিল। ওটা হল খ্রিস্টানদের ধর্মশাস্ত্র। তাহলে বাইবেলের বাবা কে? যীশুখ্রিস্ট। কিন্তু তাকে মাতা-পিতা বলা যাবে না। ওই ক্ষেত্রে তো মাতার কোনো ভূমিকাই নেই। এখানে মাতা-পিতা রয়েছেন। খ্রিস্টানরা কৃষ্ণের ধর্মের সাথে প্রতিযোগিতা করেছে। ওরা যীশুখ্রিস্টকে মানে। তাহলে গীতা কে শুনিয়েছিলেন? সেটা থেকে কোন ধর্ম স্থাপন হয়েছিল? এটা কেউই জানে না। কখনোই বলে না যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা যজ্ঞ রচনা করেছেন। গোলার চিত্র (সৃষ্টিচক্র) থেকে বুঝতে পারবে যে বরাবর পরমপিতা পরমাত্মা-ই জ্ঞান দেন। রাধা-কৃষ্ণ তো সত্যযুগে থাকবে। ওরা তো নিশ্চয়ই নিজেরা নিজেদেরকে জ্ঞান দেয়নি। জ্ঞান দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে প্রয়োজন। রাজত্ব প্রাপ্ত করার এই জ্ঞান কে দিয়েছেন? নিজে থেকে তো ভাগ্য তৈরি হয় না। বাবা কিংবা টিচারের দ্বারা ভাগ্য তৈরি হয়। গুরুর দ্বারা গতি হয়। কিন্তু এই গতি-সদগতির অর্থও কেউ বোঝেনা। যারা প্রবৃত্তি মার্গের, তাদেরই সদগতি হয়। গতি মানে সকলেই বাবার কাছে যায়। এইসব কথা কেউই বোঝেনা। ওরা তো ভক্তির বড় বড় দোকান খুলে বসে রয়েছে। একটাও সত্যিকারের জ্ঞানের দোকান নয়, সবগুলোই ভক্তির। বাবা বলেন, এই বেদ-শাস্ত্র সব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। এইরকম জপ-তপ ইত্যাদি করলে আমাকে পাওয়া যায় না। আমি তো বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দিয়ে পবিত্র বানাই। সমগ্র সৃষ্টির সদগতি করি। ভায়া গতিতে গিয়ে তারপর সদগতিতে আসতে হবে। সকলে তো সত্যযুগে আসবে না। এই নাটক তৈরি হয়ে রয়েছে। আগের কল্পে যেগুলো তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম, যেসব চিত্র বানানো হয়েছিল, সেগুলো এখন পুনরায় হচ্ছে। এই বড় ভুলটা প্রমাণিত হয়ে গেলে যুক্তির দ্বারা চিত্র বানাতে হবে। বলা হয়, তিনটি ধর্মের পায়ের ওপর এই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। দেবী-দেবতা ধর্ম অর্থাৎ একটা পা ভেঙে গেছে। তাই সৃষ্টি

এখন নড়বড়ে । আগে এই একটা পায়ের ওপরেই সৃষ্টি দারুণ ভাবে ছিল। একটাই ধর্ম ছিল যাকে অদ্বৈত ধর্ম বলা হয়। তারপর একটা পায়ের পরিবর্তে তিনটে পা বেরিয়েছে যাদের মধ্যে কোনো শক্তি নেই। নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। নাথ-কেই জানে না। তাই অনাথ হয়ে গেছে। বোঝানোর জন্য ভাল ভাল যুক্তি প্রয়োজন। প্রদর্শনীতে মুখ্য বিষয় এটাই বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়, পরমপিতা পরমাত্মা। যার জন্মস্থান হল ভারত। কৃষ্ণ হল সাকার আর তিনি হলেন নিরাকার। তাঁর মহিমা আলাদা। এমনভাবে যুক্তি করে কার্টুন বানাতে হবে যার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে পরমাত্মা গীতা জ্ঞান দিয়ে কৃষ্ণকে এইরকম বানিয়েছিলেন। বলা হয়, ব্রহ্মার দিন হল জ্ঞান এবং ব্রহ্মার রাত হল ভক্তি। এখন রাত্রি। সত্যযুগ কে স্থাপন করেন? ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? সূক্ষ্মবতন-ই বা কোথা থেকে এল? পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দত্তক নেন। পরমপিতা পরমাত্মা-ই প্রথমে সূক্ষ্ম দুনিয়ার রচনা করেন। ওখানে ব্রহ্মাকে দেখানো হয়। কিন্তু প্রজাপিতা ওখানে থাকে না। তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? এইসব কথা কেউই বুঝতে পারে না। কৃষ্ণের অন্তিম জন্মে পরমপিতা পরমাত্মা এঁনাকে তাঁর রথ বানিয়েছেন। এটা কারোর বুদ্ধিতেই নেই। এটা খুবই উঁচু ক্লাস। শিক্ষক বুঝতে পারে যে এই স্টুডেন্ট কেমন। তাহলে বাবা কি বুঝতে পারবেন না? এটা হল বেহদের বাবার বেহদের ক্লাস। এখানে সবকিছুই একেবারে অনন্য। শাস্ত্রে প্রলয় দেখানোর ফলে সবকিছু গুলিয়ে গেছে। তোমরা জানো যে শ্রীকৃষ্ণ গীতা শোনায়নি। সে তো গীতার জ্ঞান শুনে রাজত্বের পদ পেয়েছিল। তোমাদেরকে প্রমাণ করে বলতে হবে যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব এবং এইগুলো হল তাঁর গুণাবলী। এই ভুলের জন্যই ভারত কড়িতুল্য হয়ে গেছে। এখন পরমপিতা পরমাত্মা মাতাদের ওপর জ্ঞানের কলস রেখেছেন। মাতারাই 'স্বর্গের দ্বার' খোলে। এইসব কথা নোট করে তারপর বোঝাতে হবে। ভক্তিমার্গ প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থীদের জন্য। এটা হল প্রবৃত্তি মার্গের সহজ রাজযোগ। আমরা প্রমাণ করে বোঝানোর জন্য এসেছি। বাচ্চাদেরকে যুক্তিযুক্ত ভাবে কাজ করতে হবে। বাচ্চাদেরকেই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। সর্বদা হাসি-খুশি, অটল, স্থিরভাবে এবং মস্তিতে থাকতে হবে। ভবিষ্যতে এইরকম বাচ্চা অবশ্যই আসবে। ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী তারাই, যারা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করিয়ে দেয়। কুমারীদের মহিমা অধিকতর। তাদের মধ্যে মুখ্য হলেন মাম্মা। তিনি (শিব বাবা) হলেন জ্ঞানসূর্য, আর ইনি (ব্রহ্মাবাবা) হলেন গুপ্ত মাম্মা। এই রহস্যটা খুব কমজনেই বুঝতে পারে। ওই মাম্মার-ই মন্দির রয়েছে। এই গুপ্ত বুড়ো মাম্মার কোনো মন্দির নেই। মাতা-পিতা কম্বাইন্ড (একসাথে) রয়েছেন। কৃষ্ণ হল সত্যযুগের রাজকুমার। কৃষ্ণের মধ্যে ভগবান আসতে পারেন না। গীতার ভগবানের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি হলেন পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা এবং গাইড। অতএব, পরমাত্মার মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। একইরকম তো হতে পারে না। মুখ্য বিষয় হল গীতা কে শুনিয়েছেন? বেদ ইত্যাদি সকল শাস্ত্র হল গীতার সন্তান-সন্ততি। এইগুলো সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জ্ঞানমার্গে এইরকম কিছু থাকে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি কাজ খুব যুক্তির দ্বারা করতে হবে। হাসিখুশি, অটল, স্থির এবং জ্ঞানের মস্তিতে থেকে বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে।

২) জ্ঞানের নতুন-নতুন এবং অনন্য বিষয়গুলোকে প্রমাণ করতে হবে।

বরদান:- লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে ফার্স্ট নম্বর নেওয়ার যোগ্য তীব্র পুরুষার্থী হও।

তীব্র পুরুষার্থীর সামনে সর্বদা লক্ষ্য স্পষ্ট থাকে। সে কখনো এদিকে ওদিকে তাকায় না। যেসব আত্মারা ফার্স্ট নম্বরে আসার যোগ্য তারা ব্যর্থকে দেখেও দেখে না, ব্যর্থ কথা শুনেও শোনে না। সে সর্বদা লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে। যেমন ব্রহ্মাবাবা নিজেকে করণহাররূপে জেনে কর্ম করেছেন, কখনো করাবনহার মনে করেননি। তাই দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও সর্বদা হালকা থেকেছেন। এইরকম ফলো ফাদার করো।

স্লোগান:- যেসব কথা স্থিতিকে খারাপ করতে পারে সেটা শুনেও শুনো না।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য:-

১) আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদ :-
আত্মা এবং পরমাত্মা অনেককাল আলাদা থেকেছে। যখন দালালরূপে সদগুরুকে পেলাম, তখনই সুন্দর মেলা (মিলন) অনুষ্ঠিত হল... এটা বলার অর্থ হল আত্মা পরমাত্মার থেকে অনেককাল আলাদা রয়েছে। অনেককাল মানে অনেক সময় ধরে আত্মা এবং পরমাত্মা আলাদা থেকেছে। অতএব, এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মা এবং পরমাত্মা দুটো পৃথক সত্তা এবং এদের মধ্যে আন্তরিক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে যথার্থভাবে জানে না বলে তারা এই কথার অর্থ বলেছে – আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা। কিন্তু আত্মার ওপর মায়ার আস্তরণ থাকার জন্য সে তার নিজস্ব স্বরূপকে ভুলে গেছে। এই মায়ার আস্তরণ সরে গেলেই আত্মা এবং পরমাত্মা পুনরায় অভিন্ন হয়ে যাবে। অতএব ওরা এই মনোভাব থেকে আত্মা এবং পরমাত্মাকে আলাদা বলে। কেউ কেউ আবার বলে, আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা কিন্তু নিজেকেই ভুলে যাওয়ার জন্য দুঃখী হয়ে গেছি। যখন আত্মা আবার নিজেকে চিনতে পারবে তখন পুনরায় আত্মা এবং পরমাত্মা মিলিত হয়ে এক হয়ে যাবে। অতএব, ওরা এই মনোভাব থেকে আত্মা এবং পরমাত্মাকে পৃথক বলে। কিন্তু আমরা তো জানি যে আত্মা এবং পরমাত্মা হল দুটো পৃথক সত্তা। আত্মা কখনো পরমাত্মা হতে পারে না কিংবা পরমাত্মার সাথে মিশে যেতেও পারে না এবং পরমাত্মার ওপর কোনো আস্তরণও পড়ে না।

২) "কর্ম বন্ধন ছিন্ন করলেই মনের শান্তি অর্থাৎ জীবনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত করা সম্ভব।"

বাস্তবে প্রত্যেক মানুষেরই এই চাহিদা থাকে যে আমার মানসিক শান্তি প্রাপ্ত হয়ে যাক। এরজন্য অনেক চেষ্টা করে এসেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানসিক শান্তি প্রাপ্ত হয়নি। এর যথার্থ কারণ কি? তার আগে তো এটা চিন্তা করা আবশ্যক যে, মানসিক অশান্তির মূল কারণ কি? মানসিক অশান্তির মূল কারণ হল কর্ম বন্ধনে ফেঁসে যাওয়া। যতক্ষণ মানুষ এই পাঁচ বিকারের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত না

হবে ততক্ষণ অশান্তির থেকেও মুক্তি পাবে না। কর্ম বন্ধন কেটে গেলেই মানসিক শান্তি বা জীবনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে। তাই চিন্তন করতে হবে যে এই কর্ম বন্ধন কিভাবে ছিন্ন হবে? এবং কার পক্ষে এটা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। এটা তো আমরা জানি যে কোনো মনুষ্য আত্মা অপর কোনো মনুষ্য আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে না। কেবল পরমাত্মা-ই এই কর্ম বন্ধনের হিসাব মেটাতে পারেন। তিনি এসেই এই জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। তাই জন্যই পরমাত্মাকে সুখদাতা বলা হয়। যখন বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এসে যাবে যে আমি হলাম আত্মা, আমি আসলে কার সন্তান এবং আমার প্রকৃত গুণ কি কি, কেবল তখনই কর্ম বন্ধন ছিন্ন হবে। এই জ্ঞান আমরা পরমাত্মার কাছ থেকেই প্রাপ্ত করি। তাই পরমাত্মার দ্বারাই কর্ম বন্ধন ছিন্ন হয়। ওম্ শান্তি।